যুগান্তর

তারিখ 06 OCT 2013 পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

শিক্ষা আইনের ধারা সংশোধনে পুস্তক প্রকাশক সমিতির আলটিমেটাম

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারকে তিন দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। এর মধ্যে শিক্ষা আইনে সংযুক্ত তিন উপধারা বাতিল করতে হবে। নইলে তারা সারাদেশের লাইব্রেরি, পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাসহায়ক উপকরণ বিক্রি ও সরবরাহ বন্ধ করে দেবেন। শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয়। বিকাল ৪টার দিকে শুরু হওয়া ওই মানববন্ধনে সারাদেশ থেকে আসা দুশতাধিক প্রকাশক ও বিক্রেতা প্রতিনিধি যোগদান করেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে সমিতির সভাপতি আলমগীর শিকদার লোটনসহ প্রকাশক নেতা আবু তাহের, শ্যামল পাল, সব গোলাম কবির, কায়সার-ই-আলম প্রধান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সংগঠনের পরিচালক সব গোলাম কবীর বলেন, তারা শিক্ষা আইনের বিরুদ্ধে নন। দেশে একটি যুগোপযোগী আইন দরকার। কিন্তু যে আইন জনগণের রুজি-রুটি নষ্ট করবে, সে আইন দরকার নেই। কেননা, আইন মানুষের জন্য। আইনের জন্য মানুষ নয়। কায়সার-ই-আলম প্রধান বলেন, এই শিল্পের সঙ্গে দেশের অন্তত এক কোটি ভোটার জড়িত। সরকার যদি এসব মানুষের রুজি-রুটি নষ্ট করে, তাহলে আগামী নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে। শ্যামল পাল দাবি করেন, ৭(৩) ও ২২(৫) ধারায় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বাইরে বই প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। তাহলে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানসহ দেশসেরা বুদ্ধিজীবীদের লেখা শিশু-কিশোরদের জন্য বই প্রকাশ করা যাবে না। ৫২(১) ধারায় নোট-গাইড সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু অত্যাধুনিক সৃজনশীল পদ্ধতিতে এই নোট-গাইড করা সম্ভব নয়। বর্তমানে প্রকাশ করা রেফারেন্স গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যা নোট গাইড নয়। তাই যার বাস্তবেই অস্তিত্ব নেই, তা নিয়ে আইন করলে প্রকাশকদের নাজেহালের রাস্তা তৈরি হবে। তাই এ ধরনের আইন করা যাবে না। সংগঠনের সভাপতি আলমগীর শিকদার লোটন আলটিমেটাম দিয়ে বলেন, আগামী ৩ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত আইন থেকে উল্লিখিত তিনটি ধারা বাতিল করতে হবে। নইলে তাদের প্রস্তাবনা মতো সংশোধন করতে হবে। এটা করা না হলে তারা সারাদেশের লাইব্রেরি, পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাসহায়ক উপকরণ বিক্রি ও সরবরাহ বন্ধ করে দেবেন।